গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড,ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২-৯৫৬০৮৪৩
ই-মেইল :info@lc.gov.bd,
ওয়েব :www.lc.gov.bd

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আইন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এ. বি. এম. খায়রুল হক বিগত ১৬/০৬/২০১৫ খ্রি. তারিখ ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রস্তাবিত বাজেটে স্থায়ী ও চুক্তি ভিত্তিক নতুন বিচারক নিয়োগ এবং আইন কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত বরাদ্দ অন্তর্ভূক্তকরণ সংক্রান্তে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম.পি-কে এক পত্র দিয়েছেন।

বিচারপতি জনাব এ. বি. এম. খায়রুল হক উক্ত পত্রে উল্লেখ করেন যে, প্রায় ত্রিশ লক্ষাধিক মামলা ও মোকদ্দমার ভারে বিচার বিভাগ আজ ন্যুব্জ এবং ক্রমাগতহারে এই সংখ্যা আরো বাড়ছে। মাত্র ১৬/১৭শত বিচারকের পক্ষে এত সংখ্যক মামলা-মোকদ্দমা নিস্পত্তি করা কখনই সম্ভব নয়। সর্বশেষ অর্পিত সম্পতি প্রত্যার্পণ আইন ও রিভিশনাল জরিপ সংক্রান্ত ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল করার ফলে অতি অল্প সময়ে লক্ষ লক্ষ মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি আরবিট্রেশন মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিস্পত্তি করতেও বছরের পর বছর সময় লেগে যাচ্ছে। তাছাড়া বিচারক স্বল্পতা, এজলাস সংকট, ভৌত কাঠামো ও লজিস্টিক বিষয়াদির অপ্রতুলতাসহ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত বিচার বিভাগ জনগনের ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা ও মানবাধিকার রক্ষায় বলিষ্ঠ, দৃশ্যমান ও কার্যকর ভূমিকা পালনে পিছিয়ে যাচ্ছে। ফলে জনগনের আস্থা ও ভরসার জায়গায় হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে যা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভারসাম্যকে দুর্বল করে।

কিন্তু ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে মামলার জট নিরসনে প্রস্তাবিত বাজেটে কার্যকর কোন পরিকল্পনা পরিলক্ষিত হয়নি, যদিও নাগরিকদের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগ অধিকতর মনোযোগের দাবী রাখে মর্মে তিনি পত্রে মতামত ব্যক্ত করেন।

পত্রে আরো উল্লেখ করা হয় যে, প্রতি বছর মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা বিপুল পরিমানে বাড়ছে কিন্তু বিচার বিভাগে নতুন কোন পদ সৃজন করা হচ্ছে না। নিয়োগ পর্যায় হতে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষন সম্পন্ন করে পরিপূর্ন একজন বিচারক হিসাবে আদালতে কাজ আরম্ভ করতে কমপক্ষে তিন বছর সময় প্রয়োজন হয়। ইতোমধ্যে নতুন মামলা দায়ের থেমে থাকবে না, বরং ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। অধিক সংখ্যক বিচারক নিয়োগ এই সমস্যার প্রধান সমাধান। এলক্ষে নিয়মিতভাবে প্রতি বছর অন্তত ২০০ (দুইশত) জন করে নতুন বিচারক নিয়োগ দেয়া জনস্বার্থে জরুরী। ফলে নূন্যতম সময়ের মধ্যে নতুন বিচারকগণ দায়িত্বভার গ্রহন করতে পারবেন। এতে মামলা জটের ক্রমবৃদ্ধি কিছুটা হলেও হ্রাস প্রক্রিয়ার সূচনা করবে। অন্তর্বর্তী সমাধান হিসাবে বিচার কর্মবিভাগ হতে অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজগণের মধ্য হতে দক্ষ, সৎ ও যোগ্য কর্মকর্তাগণকে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে। এজন্য প্রয়োজনীয় বাজেট ও সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে চিন্তা করার সময় এসেছে। নতুবা মামলা-মোকদ্দমার জট বৃদ্ধির প্রবনতা কোনভাবেই নিম্নগামী করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, বিকল্প উপায়ে বিরোধ নিস্পত্তি আইনী কাঠামোতে অন্তর্ভূক্তির এক দশক কাল অতিবাহিত হবার পরেও কেবল পারিবারিক আদালত ব্যতিত অন্য ক্ষেত্রে তেমন কোন সফলতা পরিলক্ষিত হয় না।

কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণ সংক্রান্তে পত্রে বিবৃত করা হয় যে, আইন কমিশন একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ন প্রতিষ্ঠান; এর একটি নিজস্ব ঠিকানা ও স্থাপনা প্রয়োজন। ১৫, কলেজ রোডস্থ বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট ভবনের তিনটি তলায় বিক্ষিপ্ত অবস্থানে মাত্র সাতটি কক্ষে আইন কমিশনের কাজ কায়ক্লিশে চলছে। আইন কমিশনের আবাসন সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধানের লক্ষ্যে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট ভবনের ১০ ও ১১ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করে যথাযথ পরিসরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কক্ষ নির্মাণের নিমিত্ত বাজেট বরাদ্দসহ আনুষঙ্গিক সকল ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য জাতীয় স্বার্থে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছিল। তাছাড়া, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির একটি সভায় অপরাপর কমিশনসমূহ সহ আইন কমিশনের ব্যবহারের নিমিত্ত একটি বহুতল ভবন নির্মানের বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। তবে প্রস্তাবিত বাজেটে এ সকল বিষয়ে কোন প্রতিফলন নেই।

বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে হলে একটি আস্থাশীল, কার্যকর ও গতিময় বিচার বিভাগ দেশের টেকসই ও স্থিতিশীল উন্নয়নের স্বার্থে বিশেষ প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করে বাজেটে আইনের শাসন, মামলার জট ক্রমান্বয়ে লাঘবের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ সহ বিচার বিভাগ সংক্রান্ত আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টিপাত অতীব প্রয়োজন বলে আইন কমিশন মনে করেন।

এই প্রেক্ষাপটে আইন কমিশন এর চেয়ারম্যান মহোদয় তাঁর পত্রে আশা প্রকাশ করেন যে, দেশ ও জাতির স্বার্থে সংশোধিত বাজেটের মাধ্যমে উল্লিখিত বিষয়সমূহের প্রতি যথাযথ ও আন্তরিক মনোযোগ প্রদান করা হবে।

৭.০৬.১৫

(এ, এম, জুলফিকার হায়াত)
সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা
ও
তথ্য কর্মকর্তা
আইন কমিশন
ফোন: ৯৫৭৩৮৫৫